সাহিত্য পত্রিকা ॥ বাংলা বিভাগ ॥ তেতাল্লিশ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ ফাল্গুন ১৪০৬ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০০০ (প্রকাশকাল : মে ২০০১)

আরবি সাহিত্যের প্রবাসী পথিকৃৎ

মোঃ নাজমুল হক নাদভী*

কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, নাট্যকার, গল্পকার ও চিত্রশিল্পী জিবরান খলিল জিবরান (১৮৮৩-১৯৩১) শুধু আরবি সাহিত্যেই নন বরং বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে খুবই পরিচিত ও আদৃত একটি নাম; তিনি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবিদের একজন।

জিবরান লেবাননে জন্মগ্রহণ করেন, মাত্র চার বছর বয়সে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে আমেরিকার বোস্টন চলে যান। দশবছর বয়সে একে একে ছোটবোন, বড় ভাই ও মাকে হারান। শূন্যতা ও একাকিত্বের সেই যে শুরু তা সারাজীবন তাঁর সাথে ছায়ার মত লেগে ছিল। সেই দুঃখময় জীবনেও তিনি সাহিত্যচর্চা ও ছবি আঁকা ত্যাগ করেন নি।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জিবরান খলিল জিবরান লেবাননের রাজধানী বৈরুত শহরের অদূরে বেশরী নামক গ্রামে এক নিম্নমধ্যবিত্ত খ্রিষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর মাতা কামিলা রহিমা প্রথম স্বামী হান্না আবদুস সালামের মৃত্যুর পর জিবরানের পিতাকে (খলিল জিবরান) বিয়ে করেন। বুতরুস নামের প্রথম স্বামীর ঔরসে কামিলা রহিমার এক পুত্রসন্তান ছিল। জিবরানের জন্মের সময় বুতরুস ছয় বছরের বালক।[২] জিবরানের প্রথম বোন মারিয়ানা ১৮৮৫ সালে এবং তাঁর ছোট বোন সুলতানা ১৮৮৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জিবরানের মাতা কামিলা রহিমা ধর্মপরায়ন মহিলা হলেও পিতা ছিলেন চরিত্রহীন ও দায়িত্বহীন বেকার পুরুষ।[৩] স্বামীর আচরণে ও অভাব-অনটনে অতিষ্ট হয়ে কামিলা রহিমা ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে সন্তানদের নিয়ে সূদুর আমেরিকায় পাড়ি দেন এবং বোস্টন শহরের চায়না টাউনে বসবাস শুরু করেন।[৪] জিবরান বোস্টনে চিত্রকলার শিক্ষা নিতে থাকেন। পরে পিতার আদেশে আরবি ভাষা শিক্ষার জন্য বৈরুতে এসে আল-হিকমাহ স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তিনি আরবি ও ফরাসি ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি বাইবেলও শিক্ষা নেন, এবং আরব বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্যও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে পরিচিত হন। বৈরুতে চার বছরের শিক্ষাজীবনে প্রচুর পড়াশুনা করে আরবি ভাষা ও সাহিত্যে গভীর জ্ঞানার্জন করেন।[৫] বোস্টনে ফিরে আসার পর ১৯০২ সালে এক আমেরিকান পরিবারের গাইড ও অনুবাদক হিসেবে পুনরায় লেবাননে যান কিন্তু সেবারে বেশী দিন থাকতে পারেন নি। ছোটবোন সুলতানার মৃত্যু ও মায়ের অসুস্থতার সংবাদ শুনে ভগ্নহৃদয়ে বোস্টনে ফিরে আসলেও ছোটবোন সুলতানার সাথে তাঁর শেষ দেখা হয়নি।[৬] গভীর রাত পর্যন্ত বিছানায় ছটফট করে তিনি কান্নাকাটি

---

* পিএইচডি. গবেষক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

করতে থাকেন এবং এমন কিছু বাক্য উচ্চারণ করেন যাতে ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন বলে সন্দেহ করা হয়। তিনি বলেন : সুলতানার সাথে আমার ঈশ্বরেরও মৃত্যু ঘটেছে, ঈশ্বর ব্যতীত আমি কিভাবে বাঁচব।[৭] তাঁর বড় ভাই (সৎভাই) বুতরুস তাকে সান্ত্বনাদেন, এবং লেবাননের প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্যবলী স্মরণ করিয়ে শোকাহত হৃদয়কে ভুলিয়ে রাখতে ব্যর্থ চেষ্টা চালান।[৮] এর মাত্র দশ মাস পর ১৯০৩ সালের মার্চ মাসে বিপদে সান্ত্বনা দানকারী ও অন্যতম সহযোগী বড়ভাই বুতরুসও ইহকাল ত্যাগ করেন। জুন মাসে তাকে ও বোন মারিয়ানাকে এতিম করে মাতা কামিলা রহিমাও মারা যান। মারিয়ানা দিনরাত সেলাইএর কাজ করে কোনমতে সংসার চালান। জিবরান লেখাপড়া ও ছবি আঁকার কাজ চালিয়ে যান। সেই সাথে ছিল তুচ্ছ কিছু রোজগার। কিন্তু অভাব চারদিক থেকে জাপ্টে ধরে, দুঃসহ নিঃসঙ্গ দিনগুলোতে কি এক নেশার মতন অবিরাম সৃষ্টি করে চলেন জিবরান— লেখেন, ছবি আকেঁন[৯]। ১৯০৩ সালে তাঁর বন্ধু আমীন গররীবের সম্পাদনায় নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত আরব দেশত্যাগীদের পত্রিকা "আল-মুহাজির"এ তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। সেই সাথে প্রবাসী কবি নাসীব আরিদাহও নাজমী নাসীম এর সম্পাদনায় প্রকাশিত আরবি সাময়িকী "আল-ফুনুন" এ ও লেখা-লেখি শুরু করেন, ১৯০৪ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর ড্রইং ও পেইন্টিং এর প্রথম প্রর্দশনী হয়। আমেরিকার কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও শিল্পীদের বড় একটি দল প্রদর্শনী দেখতে আসেন, তাঁদের মধ্যে বোস্টন শহরের বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা মেরী হাসক্যাল ছিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃতিমনা ও বড়মাপের শিল্পী ছিলেন। দেওয়ালে ঝুলানো বিভিন্ন কাল্পনিক ছবি ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলেন এবং ছবির পিছনে শিল্পীর লুকানো অর্থসমূহ বুঝার ব্যর্থ প্রয়াস চালান। হল ঘরের কোনায় বসে থাকা জিবরান তা লক্ষ্যকরে ভদ্রমহিলার দিকে এগিয়ে গিয়ে ছবিগুলির ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। ভদ্রমহিলা বার বার বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলেন যখন জানতে পারলেন যে, ব্যাখ্যাদাতা নিজেই চিত্রকর এবং এই সকল ছবির শিল্পীও আবিষ্কারক, তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর বিদ্যালয়ে আরেকটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজনের অনুরোধ জানিয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানান।[১০] এই ভদ্রমহিলা হলেন মেরী হাসক্যাল যিনি জিবরানের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেন। মেরীর স্নেহ-মমতা, ভালবাসা দেখে তিনি আনন্দে শুধু আত্নহারা হননি মেরীকে নিয়ে রঙ্গীন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। তিনি স্বর্গীয় হাত দেখতে লাগলেন যেই হাতে ধরে তিনি নিজ স্বপ্নের পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাবেন; ঘটেছিলও তাই।

১৯০৪ সালে জিবরান মেরী হাসক্যালের বিদ্যালয় ক্যাম্ব্রিজ স্কুলে তাঁর ছবির দ্বিতীয় প্রদর্শনী করলেন। অনুষ্ঠানে মিশেলীন নামক ফরাসী বংশোদ্ভুত এক সুন্দরী মেয়ের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি মেরী হাসক্যালের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর চোখে-মুখে ও আচার-ব্যবহারে রূপের এমন যাদু ও অলৌকিক শক্তি ছিল যা প্রতিটি যুবককে সম্মোহিত করত। জিবরানের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয়নি; তাঁকে দেখেই তিনি প্রেমে পড়লেন।[১১] ১৯০৫ সালে আরবি ভাষায় তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ "আল-মুসিকা" প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্য অংগনে পর্দাপণের সুযোগ হয়। ১৯০৬ সালে তাঁর দ্বিতীয় আরবি গ্রন্থ আরায়িসু আল-মুরুজ" (Nymphs of the valley (উপত্যকার স্বর্গীয় কন্যাগণ) প্রকাশিত হয় এবং ১৯০৮ সালে তাঁর তৃতীয় আরবি গ্রন্থ "আল-আরওয়াহু আল-মুতামারিরদাহ (Spirits Rebellious-অবাধ্য আত্মাসমূহ) প্রকাশ পায়, জিবরান ফলাসফাতু আল-দ্বীন অ আল-তাদায়্যুন (The philosophy of Religion and Religiosity) শিরোনামে

আরো একটি আরবি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, কিন্তু বইটি কখনো প্রকাশের আলো দেখেনি।[১২] আরবি ভাষায় রচিত এই তিনটি বইয়ে নতুনত্ব ও শৈল্পিক মাধুর্য থাকা সত্বেও পাঠক সমাজে সেগুলো উল্লেখযোগ্য কোন সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়নি।[১৩]

১৯০৮ সালে মেরী হাসক্যালের আর্থিক সহায়তায় তিনি চিত্র বিষয়ে অধিকতর পড়াশুনা করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চার প্রধান কেন্দ্র প্যারিসে গিয়ে চিত্রশিল্প ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। প্যারিসে চার বছর অধ্যয়নকালে মেরী হাসক্যাল প্রতি মাসে পঁচাত্তর ডলার করে পাঠাতেন। জিবরান মনে করতেন এ যেন কোন স্বর্গীয় দান, এই টাকা দিয়ে তিনি নিজের পড়াশুনা চালিয়ে যেতেন এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা বোস্টনে বোন মারিয়ানার নিকট পাঠিয়ে দিতেন।[১৪] তিনি ইউরোপের শিল্প ও সভ্যতার রাজধানী রোম-লন্ডন সহ বড় বড় শহর ভ্রমণ করে ইউরোপীয় সাহিত্যের সাথে পরিচিত হন এবং সম-সাময়িক ইংরেজ ও ফরাসী সাহিত্যের প্রচুর বই পড়ার সুযোগ পান।[১৫] প্যারিসে অধ্যয়নকালে তিনি প্রসিদ্ধ ফরাসী চিত্রকর ও ভাস্কর অগাস্ট রদ্যাঁর ছাত্র হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। রদ্যাঁর মুখে ইংরেজ দার্শনিক কবি ও শিল্পী ইউলিয়ম ব্লেক (১৭৫৭-১৮৪৭) এর কাব্য ও চিত্রকলায় সমান কৃতিত্বের কথা শুনে বিস্মিত হন।[১৬] উইলিয়ম ব্লেকের দর্শন ও আত্মাজগতের সাথে আধ্যত্মিক সম্পর্কের কথা শুনে, তাঁর লেখা পড়ে দার্শনিক কবির চিন্তাশক্তি ও কল্পনার গভীরতায় মুগ্ধ হন। বিশেষ করে প্রাচীন আইন, কুসংস্কার, অন্ধানুগত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং পাদ্রী, ধর্মযাজক ও ধর্মান্ধত্বের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামের কাহিনী জেনে জিবরান দারুন প্রভাবিত হন।[১৭]

১৯১০ সালে জিবরান "আল-হিকমাহ" বিদ্যালয়ের সহপাঠী ইউসুফ আল-হুয়ায়িক ও প্রবাসী আরবি সাহিত্যের অপর কর্ণধার আমীন আল-রায়হানীর সাথে লন্ডনে মিলিত হন। তাঁরা আরব বিশ্বে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের লক্ষ্যে বৈরুত শহরে একটি অপেরা হাউস প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ নেন। সিরিয়া, লেবানন, কনস্টন্টিনোপল, প্যারিস ও নিউইয়র্কে অবস্থানরত আরব রাজনৈতিক পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আরব বিশ্বকে ওসমানী সাম্রাজ্যের নাগপাশ থেকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে "আল-হালকা আল-জাহাবিয়্যাহ" নামক একটি রাজনৈতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু নির্বাসিত আরবদের মনে সংস্থার গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন উঠলে প্রথম অধিবেশনের পরই সংস্থাটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।[১৮]

১৯১২ সালের হেমন্তে জিবরান বোস্টন ত্যাগ করে স্থায়ী ভাবে নিউইর্য়কে চলে যান। বিশেষ কোন প্রয়োজন অথবা বোস্টনে বোনকে দেখতে যাওয়া ছাড়া প্রায় বিশ বছর তিনি বাইরে যাননি। একারণে তাঁর প্রবাসী বন্ধুরা বাসাটিকে "জিবরানের আশ্রম" নাম রাখেন।[১৯] সে আশ্রমে তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়, তাঁর চিন্তা-চেতনা, সাধনা ও কল্পনায় পশ্চিমা দার্শনিকদের প্রভাব স্পষ্ট হয়, বিশেষকরে তিনি উইলিয়ম ব্লেক ও নীৎসে দ্বারাএতই প্রবাবিত হন[২০] যে, তাঁর রচিত আরবি গ্রন্থ "আল-আজনেহাতু আল-মুতাকাসিসরাহ (The Broken wings) প্রকাশনা থেকে বিরত থাকেন। পরে আবার এই ভেবে বইটি প্রকাশে সম্মতি দেন যে, সেটা আরব বিশ্বের চিন্তাধারায় নতুন দ্বার খুলে দেবে। তিনিও প্রতিজ্ঞা করলেন যে হতাশামুলক কিছু না লেখার। এই উপন্যাসের মধ্য

দিয়ে অভিযোগ ও হতাশা যুগের সমাপ্তি ঘটালেন।[২১] সেই বছর ১৯১২ সালে তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন।

এরই মাঝে তাঁর সাথে মিশরে বসবাসরত লেবাননী লেখিকা মাইজিয়াদাহর রোমান্টিক সম্পর্কের সূচনা হয়। অবশ্য তাঁদের যোগাযোগ পত্রমিতালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বিভিন্ন আরবি পত্রিকা ও সাময়িকীতে ১৯০৪ থেকে প্রকাশিত তাঁর কাব্যিক গদ্যের — Poetic prose-একটি সংকলন "দামআ ওয়াবতিসামাহ" (A tear and a smile) প্রকাশ করেন।[২২] ১৯১৪ সালে সে বছরই নিউইয়র্কের মন্ট্রোস গ্যালারীতে তাঁর ছবি সমূহের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ১৯১৭ সালে নিউইয়র্ক শহরের Koedler Galleries এবং বোস্টন শহরের Doll and Richards Galleries এ আরো দুটি প্রদর্শনী হয়েছিল।[২৩]

১৯১৮ সালে তাঁর প্রথম ইংরেজী গ্রন্থ "The Madman" (পাগল) প্রকাশিত হয় এবং ১৯১৯ সালে প্রকাশিত হয় "Twenty Drawings" শিরোনামে ছবির একটি সংকলন এবং একই সালের শেষের দিকে "আল-মাওয়াকিব" (The processions) শিরোনামের তাঁর প্রথম দার্শানিক চেতনা সমৃদ্ধ কাব্যিক সংকলন কয়েকটি চিত্রপর্ব সহ প্রকাশিত হয়। এটি ছিল মূলত তাঁর কাব্যিক গদ্যের সংকলন ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয় ছোটগল্পের সংকলন "আল-আওয়াসিফ" (The Tempests : প্রচন্ডঝড়) সেই সাথে তাঁর দ্বিতীয় ইংরেজী বই "The Forerunner (অগ্রদূত) পাঠকের সামনে আসে।[২৪] সে বছরেই প্রবাসে আরবি ভাষাও সাহিত্য বিকাশের উদ্দেশ্য কয়েকজন লেখক ও শিল্পী নিয়ে ''আল-রাবিতাতু আল-কালামিয়্যাহ" নামে একটি লেখক ফোরাম গঠন করেন। ১৯২১ সালে আরবি ভাষায় রচিত "ইরামা জাতি আল- ইমাদ," (Iram, City of Lofty pillars গৌরবের শহর) শিরোনামের নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয় ১৯২২ সালে বোস্টন শহরের মহিলা সিটিক্লাবে তাঁর চিত্রশিল্পের আরো একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ১৯২৩ সালে তাঁর সতের বছর বয়সে আকাঁ ইবনে সীনা, ইবনে খালদুন, আবুল ফারাজ, আল-মুতানববী, আল-গজ্বালী, আবু নেওয়াজ, খানসা ও ইবনে আল-মুকাফফাহ এর মত বড় বড় আরবি দার্শনিক ও কবিদের কাল্পনিক ছবি সংযোজিত তাঁর অমর গ্রন্থ "আল-বাদায়ে আল-তারায়েব" শিরোনামের বইটি প্রকাশ পায় এবং একই সালের শেষের দিকে তাঁর সফল দার্শনিক সাহিত্যকর্ম The prophet বইটি প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালে তিনি "Sand and Foam" শিরোনামের বইটি প্রকাশ করেন। বইটি প্রথমে " আল--জাবদ অ আল-রামল" শিরোনামে আরবি ভাষায় রচিত হয়েছিল, পরে তিনি নিজেই Sand and Foam নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৯২৮ সালে তাঁর বৃহত্তম সাহিত্যকর্ম Jesus, The son of Man" (যিশু, মানব সন্তান) গ্রন্থটি পাঠকদের সামনে আসে এবং তাঁর প্রকাশিত শেষ বইটি "The Earth Gods" মৃত্যুর মাত্র দুই সপ্তাহ পূর্বে প্রকাশিত হয়। তাঁর অসমাপ্ত বই ১৯৩২ সালে মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। পরে আমেরিকান মহিলা কবি এবং জিবরানের দার্শনিক শিষ্য বরবারা ইয়ং বইটি সমাপ্ত করে "Garden of the prophet" শিরোনামে প্রকাশ করেন।[২৫]

চিরকুমার জিবরান

১৬ বছর বয়সে কিশোর জিবরান সালমা কারামা নামক এক গ্রাম্য কিশোরীর প্রেমে পড়েন। তখন তিনি বৈরুতের আল-হিকমাহ্ বিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৮৯৯ সালে গ্রীষ্মের অবকাশ কাটাতে নিজ গ্রামে যান। নিজ গ্রামেরই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের রূপসী মেয়ে সালমা কারামাকে দেখে ভাল লাগে। একটা রোমাঞ্চের ভিতর দিয়ে গরমের ছুটি কাটতে থাকে; এক পর্যায়ে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।[২৬]

পরিশেষে মেয়ে অপেক্ষা বেশ কয়েক বছর বড় হওয়া সত্ত্বেও পাদ্রীর ভাইপোর সাথে সালমার বিয়ে হয়। সালমা তার প্রেমিকের প্রতি বেশ দুর্বল ছিল বিধায় গোপনে তাদের সাক্ষাত হত পরে কেলেংকারির ভয়ে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন, দুই বছর পর একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে এক ঘন্টার ব্যবধানে মা ও শিশু দু'জনই মারা যায় এবং তাদেরকে একই কবরে দাফন করা হয়[২৭]। এই মর্মান্তিক ঘটনায় যুবক জিবরানের মনে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং জীবনের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেন। পাদ্রী, যাজক, ধর্ম ও ধর্মীয় রীতিনীতির প্রতি বিদ্রোহী হয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় নীতিমালা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান। বিশেষ করে "আল-আজনেহাতু আল-মুতাকাসিসরা" (ভাঙ্গা ডানাগুলো) ও "আল-আরওয়াহু আল-মুতামারিরদাহ" (অবাধ্য আত্মাসমূহ) উপন্যাসে তাঁর বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার চিত্র বেশ ভালভাবে ফুটে ওঠে।

প্যারিসে অধ্যয়নকালে মিশেলীন নামক এক ফরাসী সুন্দরী মহিলার সঙ্গে জিবরানের পরিচয় ঘটে। প্রথম দেখাতেই মেয়েটিকে তাঁর ভাল লাগে এবং সেই ভাল লাগা ভালবাসার রূপ নেয়। তাঁদের মধ্যে প্রায়ই সাক্ষাৎ হত; কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মিশেলীন তাদের সম্পর্ক বৈধ (বিয়ে) করার প্রস্তাব দিলে জিবরান বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তখন থেকে তাঁদের সম্পর্কে যবনিকা ঘটে।[২৮]

জিবরানের জীবনে তৃতীয় মহিলা ছিলেন মেরী হাসক্যাল, যিনি জিবরানের চেয়ে দশবছরের বড়। তার মধ্যে এমন কোন রূপ, লাবণ্য বা যৌবনের জৌলুস ছিল না যা দেখে কোন যুবক তাঁর দিকে ঝুকে পড়বে কিন্তু তাঁর সুন্দর বড় চোখদু'টিতে এমন কিছু রহস্য ছিল যা জিবরানের পিপাসু আত্মাকে প্রচন্ড নাড়া দেয়। আবেগ, চিন্তা ও চেতনার সবটুকু তিনি দখল করেন। তাঁকে আর্থিক সহায়তা দান, শিল্পজগতে তাঁর প্রেরণার উৎস, শহরের বড় বড় শিল্পী ও চিত্রকরদের মাঝে তাঁর পরিচিতি লাভ এবং তাঁর জীবনের সফলতার মূলে ছিলেন এই মেরী হাসক্যাল।[২৯] এসকল দিক চিন্তা ভাবনা করে জিবরান মেরীকে জীবন সঙ্গিনী করার প্রস্তাব দিয়ে মেরীকে পত্র লেখেন, কিন্তু মেরী তাঁর সেই পত্রের উত্তর দেন নি।[৩০] অনেক পরে সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে একটি পত্র ৭৫ ডলার সাথে নিয়ে উপস্থিত হয়। সেই পত্রে মেরী জানান যে তিনি বিবাহীতা এবং স্বামীর সাথে দক্ষিনে চলে যাবেন।[৩১] এরপর তাঁদের আর যোগাযোগ হয়নি। এভাবে তাঁর সকল উষ্ণ-আবেগময় সম্পর্ক একে একে শেষ হতে থাকে। ধর্মান্ধ অপশক্তি তাঁর প্রথম প্রেম-ভালবাসার সালমাকে ছিনিয়ে নেয়। মিশেলীন রাগ করে তাঁকে ছেড়ে চলে যায় এবং পরিশেষে তাঁর দুঃসময়ের একমাত্র সহযোগী মেরী হাসক্যাল চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার পর জিবরানের চারপাশে অন্ধকার নেমে আসে। এসময়ে

তাঁর জীবনে আরেক সুন্দরী-রূপসী মেয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয় দু'জনেই একে অপরকে দেখা ব্যতীত প্রেমে পড়ে যান। তিনি হলেন মিশরে বসবাসকারী লেবাননী লেখিকা মাইজিয়াদাহ। তিনি সে সময়ের মিশরে আরবি সাহিত্য অংগনের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বও বটে। জিবরানের সাহিত্য, কাব্য, চিত্র-শিল্প ও দর্শন বিষয়ক আলোচনা শুনে মাইজিয়াদাহ তাঁর প্রতি দুর্বলতা অনুভব করেন এবং তাঁর লেখা পড়তে থাকেন। একসময় তিনি জিবরানের লেখনীতে অবিস্মরণীয় চিন্তাধারা, দর্শন ও এমন চেতনা-কল্পনা দেখতে পান যা তাদেরকে একে অপরের কাছে আসতে সাহায্য করে। অতঃপর ১৯১২ সালের মার্চের শেষের দিকে মাইজিয়াদাহ জিবরানকে পত্র লেখেন যাতে তিনি নিজের পরিচয় তুলে ধরেন এবং তাঁর (জিবরানের) সাহিত্য কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও চিত্রশিল্প ও দর্শন সাহিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[৩২] এভাবে তাঁদের মধ্যে চিঠি-পত্রের আদান প্রদান চলতে থাকে এবং জিবরান তাঁর অন্ধকার জীবনে আশার আলো দেখতে পান, তাঁর ভগ্নহৃদয়ে পূনরায় ভালবাসা ও উষ্ণতা জেগে উঠলে তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে মাইজিয়াদহকে এক পত্রে লেখেন : ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কি লিখব যাকে বিধাতা এমন দুই রমণীর মাঝখানে রেখেছেন, একজন তাঁর স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেন। অন্যজন তাঁর বাস্তবকে স্বপ্নের রূপ দিতে চেষ্টা করেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কি বলব? সে কি দুর্ভাগা নাকি সৌভাগ্য বান? সেকি এই পৃথিবীতে অপরিচিত ও নির্বাসিত? আমি জানিনা..... এই পৃথিবীতে অনেকেই আছেন যারা আমার ভাষা বুঝেনা এবং পৃথিবীতে এমনও অনেক আছেন যারা তোমার হৃদয়ের ভাষাও বুঝে না"।[৩৩]

দুঃখের বিষয় তাদের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। একে অপরকে জেনেছে শুধুমাত্র পত্রমিতালীর মাধ্যমে। তাঁদের প্রত্যেকেই আশা করেছিলেন ভালবাসার লোকটি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবে কিন্তু তাঁদের এই আশা বাস্তবতার রূপ নেয়নি। যেমন মারুন আববুদ বলেন "যেই সামাজিক রীতিনীতি ও রক্ষণশীলতাকে জিবরান শতবার পদলুণ্ঠিত করেছেন সেখানেই তাঁর প্রেমিকার দুঃখের সমাপ্তি ঘটেছে, বেদনা দায়ক সমাপ্তি, মেয়ে তার মাথা নুয়ে কাংখিত যুবকের সাক্ষাতে চলে যেতে অস্বিকার করেছে। কেন না যুবকেরই তো দায়িত্ব এগিয়ে আসা। যদি ও মাইজিয়াদাহ জিবরান বলতে প্রাই উন্মাদ এবং জিবরানের মধ্যে সে মানবঊর্ধ্বে কোন সত্ত্বা দেখতে পেয়েছিলেন"।[৩৪] তাঁরা কোন সুন্দর সমাধানে পৌছার পূর্বেই জিবরান পরপারে পাড়িদেন আর মাইজিয়াদাহ! জিবরানের মৃত্যুর পর সে যেন জীবীত লাশ। বলা হয় যে, মাইজিয়াদাহ প্রেম-ভালবাসার জগত থেকে নির্বাসিত হয়ে তাঁর প্রেমিকের পাশে সাহিত্যজগতে তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটান।[৩৫]

এসকল দিকে লক্ষ্য করলে বলা যায় জিবরানের জীবনে একাধিক মহিলার প্রবেশ ঘটে। তাদের প্রত্যেকেই তাঁর হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাতা কামিলা রহিমা, দারিদ্র ও কষ্টের দিনে দিবারাত্রী সেলাইএর কাজ করে সংসার পরিচালনাকারী বোন মারিয়ানা, ধর্মব্যবসায়ীদের অপশক্তির হাতে অপহৃত তাঁর প্রথম যৌবনের প্রেয়সী সালমা কারামা, তাঁর জীবনের প্রেরণা ও দুঃসময়ের বান্ধবী মেরী হাসক্যাল, প্রেমিকা মিশেলীন এবং জীবনের সর্বশেষ মহিলা মাইজিয়াদাহ। তিনি অনেক দুরে অবস্থান করলেও অন্তরের খবুই পাশে ছিল তাঁর অবস্থান, দুরের

সেই সর্বশেষ বান্ধবীকে মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে হৃদয়বিদাড়ক এক পত্রে তিনি লিখেন আমি সেই শৈশব থেকে আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত নারীদের কাছে ঋনি। নারী আমার আত্মার দ্বার উন্মোচন করেছে, খুলে দিয়েছে আমার চোখের জানালা। যদি আমার মা, বোন ও দুঃসময়ের বান্ধবী না হত তাহলে আমিও সেই সকল ঘুমন্ত লোকদের দলে থাকতাম যারা সময়ের বির্বতনে হারিয়ে গেছে।[৩৬] এদের সকলের মাঝে জিবরান সারা জীবন খুঁজে বেড়িয়েছেন এমন এক মহিলাকে যিনি তাঁকে গান শুনাবেন এবং সর্বদা পাশে থাকবে। কিন্তু একে একে সকলেই তাঁকে ত্যাগ করায় নারীদের প্রতি আনীহা ও বিরক্তি জন্মনেয়। আমৃত্যু চিরকুমার থেকে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন মাত্র ৪৮ বছর বয়সে।

জিবরানের সাংস্কৃতিক তৎপরতা :

আমেরিকার সাহিত্য অংগনে জিবরান একটি খুবই পরিচিত নাম, আমেরিক্যান কবি-সাহিত্যিক বিশেষ করে কিছু মহিলা কবি-সাহিত্যিকদের সথে তাঁর হৃদ্যতা পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে, তাদের মধ্যে মেরী হাসক্যালের নাম উল্লেখযোগ্য। সেই সম্পর্ক, মেরী হাসক্যালের প্রেরণা ও আর্থিক সহযোগিতা নিয়েই তাঁর জীবনের চারটি বছর চিত্রশিল্প অধ্যয়নে প্যারীসে কাটান তাছাড়া চিত্রশিল্প ও দার্শনিক সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে আমেরিকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি অংগেন নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং পশ্চিমা সংস্কৃতিও আমেরিক্যান সাহিত্যে প্রচুর জ্ঞানও লাভ করেন।

সেই সুবাদে তিনি বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মাধ্যমে দেশত্যাগী নির্বাসিত আরবদের একত্র করার চেষ্টাচালান। দেশত্যাগী আরব কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে তাঁর প্রচেষ্টার কথা জেনে তাঁদের একদল তাঁর ডাকে সাড়াদেন, তাঁরাও এমন একটি সংগঠনের অভাব অনুভব করেন যার মাধ্যমে তাঁদের শক্তিকে সমন্বিত করা যাবে এবং প্রবাসে আরবি ভাষাও সাহিত্যের প্রচার প্রসারে তাঁদের চেষ্টা সফল হবে। আরবি সাহিত্যকে প্রাচীন সংস্কার ও অন্ধানুগত্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে সতেজ প্রাণের সঞ্চার করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। ১৯২০ সালের ২৮ এপ্রিলের নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত আরবি সাময়িকী "আল-সায়েহ" এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক আবদুল মাসীহ্ হাদ্দাদের বাসভবনে নির্বাসিত কবি সাহিত্যিকদের সম্মেলনে "আল-রাবেতা আল-কালামিয়্যাহ" (pen Associassion : কলম সংঘ) নামে একটি লেখক ফোরাম গঠন করা হয়।[৩৭] সেই রাতেই জিবরানের বাসভবনে আধ্যাত্মিক কবি নাসীব আরিদাহ, রশীদ আয়্যুব, আবদুল মসীহ্ হাদ্দাদ, নুদরাহ হাদ্দাদ, মিখাঈল নুআইমা ও ইউলিয়ম উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে জিবরানকে আমীদ (পরিচালক), মিখাঈল নুআইমাকে মুসতাসার (উপদেষ্টা) ইউলিয়মকে খাজিন (কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্যদের সদস্য করে একটি কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনে একটি খসড়া নীতিমালা তৈরী হয়েছিল।[৩৮]

১. সংগঠনের নামকরণ হয়েছিল আরবীতে আল রাবেতাতু আল-কালামিয়্যাহ এবং ইংরেজীতে ARRABITAH।

২. সংগঠনের মূলদায়িত্বে থাকবেন তিনজন : পরিচালক, উপদেষ্টা ও কোষাধ্যক্ষ।

৩. সংগঠনের সদস্যবৃন্দ তিনশ্রেণীর হবেন : কর্মি, দাতা ও রিপোর্টার।

৪. রাবিতা তার কর্মিদের ও সংগঠন-বহির্ভূত লেখকদের লেখা প্রকাশ করবে, আরবি ব্যতীত অন্য সাহিত্যের মুল্যবান লেখার অনুবাদ আরবি ভাষায় প্রকাশ করবে।

৫. রাবিতা কাব্য, গদ্য রচনা ও অনুবাদ কর্মের উৎকর্ষের ভিত্তিতে লেখকদের আর্থিক পুরুস্কার প্রদান করবে।[৩৯]

রাবিতার উপদেষ্টা মিখাঈল নুআইমাকে একটি নীতিমালা রচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি অল্প সময়ে রাবিতার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে একটি যুগপোযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করে দেন।[৪০]

জিবরান রাবিতার জন্য মনোগ্রাম অংকন করেন। মনোগ্রামের রূপ এই রকম : গোলকের ঠিক মাঝ খানে একটি খোলা বইয়ের উভয় পৃষ্ঠায় একটি বাণী আররিতে লেখাছিল যার অর্থ "আল্লাহর আরশের নীচে গুপ্তধনের গোডাউন, কবিদের ভাষা তার চাবি সমুহ", বইয়ের ওপরে সূর্যের চিত্র এবং নীচে একটি বাতির ডানপাশে কালির দোয়াতে একটি ডুবানো কলমের চিত্র এবং গোলকের নীচে জিবরানের নির্বাচিত রাবিতার নাম আরবি ও ইংরেজীতে লেখা ছিল।[৪১]

অন্ধ আনুগত্যের বিরুদ্ধে জিবরানের সংগ্রাম

জিবরানের জীবনই ছিল একটি সংগ্রাম তথাকথিত সামাজিক রীতিনীতি, প্রাচীন ঐতিহ্য ও কুসংস্কার, অন্ধানুকরণ ও অন্ধানুগত্যের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের সূচনা হয়। অন্যদিকে তিনি আরবি সাহিত্যেও আমূল পরিবর্তনের প্রয়াস চালান এবং আরবি কাব্যের প্রাচীন গঠন প্রণালী ও পদ্যে অপ্রয়োজনীয় ছন্দ ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কাব্যিক গদ্য বা গদ্যের আকৃতিতে পদ্য নামে একটি আধুনিক অধ্যায়ের সূচনা করেন। সেই রকম সংগ্রামের মধ্যেই তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটে। তাঁর মতে কাব্য রচনায় কবি নিজের অনুভুতির বর্ণনা দেওয়া বাঞ্ছনীয়, পূর্ববর্তীদের অনুভূতি বর্ণনা কাব্য নয়। অনুগত কাব্যের বিষয়বস্তুর সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন : প্রশংসা, শোকগাথা ও মানপত্র নিয়ে কাব্য রচনা করার ক্ষেত্রে নিজেদের আত্মসম্মানবোধের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, অন্ধ-আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেদের হৃদয়কে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে অঙ্গার করা অপেক্ষা সাহিত্যচর্চা ত্যাগ করে মৃত্যু কামনা তোমাদেরও আরবি সাহিত্যের জন্য অনেক উত্তম।[৪৩] তাঁর পুরো সাহিত্য জীবনে কোন সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানের প্রশংসায় অথবা কোন আত্মীয় বা বন্ধুর মৃত্যুতে শোকগাথায় একটি ছন্দও তিনি রচনা করেন নি। তিনি নিজের আবেগ, অনুভুতি, চিন্তা-চেতনা ও কল্পনা জগতের কবি, নিজের অনুভুতি ও নিজেকে নিয়ে কাব্য রচনা করেন, অপরকে নিয়ে নয়, অত:পর নিজের চিন্তাধারা ও অনুভূতি দিয়ে মনের মাধুরী মিশিয়ে দর্শন, সমাজ, প্রকৃতি ও মানব সমাস্যাদি নিয়ে কাব্য-রচনা করে পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকদের জন্য এক জীবন্ত ছবি চিত্রায়ন করেন। অনুগত কাব্যের ক্ষেত্রে নিজের

ও রাবিতা আল-কালামিয়্যার কবিদের মতামত ব্যক্ত করে বলেন : আমি নিজে বিদ্রোহীদের একজন কিন্তু যখন আত্মার ভাষা বোকাদের মুখে নকল ও তাদের কলমে প্রবাহিত হতে দেখি তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারি না মনেহয় অন্ধ ও অজ্ঞতার গর্তে আমি শুধু একা নই বরং নিজেকে অনেকের মাঝে দেখতে পাই। অতঃপর তিনি কাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আরবদের উদ্দেশ্যে বলেন : হে আমার সম্প্রদায়! কাব্য পবিত্র আত্মা ও মুচকি হাসির নাম শরীর তাঁর হৃদয়কে প্রেরণা যোগায় অথবা চোখ থেকে অশ্রু চুরি করে এমন কোন ছায়া যা হৃদয়ে বাস করে অন্তর তার খাদ্য, ও আবেগ তার পানীয়, কাব্য যদি তার ব্যতিক্রম রূপ ধারণ করে তাহল নর্দমায় নিক্ষিপ্ত মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা মাত্র[৪৪] অতঃপর তিনি সাহিত্যের মৌলিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন : মানব জীবনের পরিচিতি, প্রচারনা ও মানব-সেবাই মূলত সাহিত্য, অথবা শিল্পে-সাহিত্যে থাকবে জীবন-মৃত্যু, প্রেম-ভালবাসা, আবেগ-অনুভুতি, হাসি-কান্না ও দুঃখ-দুর্দশা।[৪৫]

অন্ধানুগত্যের বিরুদ্ধে জিবরানের সংগ্রামের একমাত্র কারণ তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাব ও উজ্জ্বল চিন্তাধারা তাছাড়া তিনি এমন এক পরিবেশে বড় হয়েছেন যেখানে ধর্মস্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বিদ্যমান এবং এমন একদেশে তিনি চোখ খুলেছিলেন যেখানে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন, যেখানে নিজস্ব মতামত প্রকাশকে বিদ্রোহ হিসেবে গন্য করা হয়। সেই পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন পরিবেশে এসে সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে শুধু সংগ্রাম নয় বিদ্রোহ করাও বিচিত্র কিছু নয়। বিশেষ করে ইংরেজ দার্শনিক কবি ও শিল্পী ইউলিয়ম ব্লেক এর অনুভুতি চিন্তাধারা ও গভীর কল্পনা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জিবরানের হৃদয়ে অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম, সরকার, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রামের বীজ জন্মনেয়-----তাঁর চিন্তাধারায় প্রভাব পড়েছিল ইউলিয়াম ব্লেক, নীৎসে ও অগাস্ট রোদিনের। তাদের মধ্যে প্রথম জন ইংরেজ দার্শনিক কবি ও শিল্পী, দ্বিতীয়জন জার্মান দার্শনিক ও তৃতীয়জন ফরাসী চিত্র শিল্পী।[৪৬] তিনি ছোট বেলা থেকেই সমাজের অবাধ্য এবং তথাকথিত ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে স্বোচ্চার ছিলেন কারণ তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে সাধারণ জনগণের সম্পদ ও মালিকানা নিজেদের করে নিতে এতটুকু দ্বিধা করেনা। তিনি প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাসের মধ্যদিয়ে এর চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরেন। জিবরান শুধু একা নয়, রাবিতা কালামিয়্যার সাহিত্যিকগণ সকলেই গুরু জিবরানের পথ অনুসরণ করে সাহিত্যচর্চা করেন। মিখাঈল নুআইমা নিজেই স্বীকার করেন যে, আরবি সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও পূর্নজাগরণের লক্ষ্যে প্রবাসী কবি-সাহিত্যিকগণ ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্য থেকে অনেক দিক-নির্দেশনা লাভ করেন, আরো বলেন যে, ইউরোপীয় সাহিত্যের মাধ্যমেই আমরা জান্‌তে পেরেছি গজল, লোকগীতি, প্রেমগীতি, প্রশংসা, সমালোচনা, শোকগীতি অহংকার ও বীরত্ব ব্যাতীত কাব্য রচনা করা শুধু সম্ভব নয় অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যকে সার্বজনীন ও সমৃদ্ধ করে তোলে, তাই আধুনিক কবি সাহিত্যিকগণের মধ্যে যাঁরা সেই (পবিত্র!) সীমা অতিক্রম করার সাহস করেছেন তাঁদের কাব্য, গল্প, প্রবন্ধ এমনকি তাঁদের কণ্ঠও পাঠকদের মাতিয়ে তোলে এবং পাঠক সমাজে এক অন্য রকম সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে।[৪৭] মিখাঈল নুআইমা কাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি ঠিক তাঁর গুরু

জিবরানের পদাংকন করে বলেন আবেগ, চিন্তাধারা ও কল্পনা, মানবজাতির হৃদয়ের ভাষা প্রকাশও প্রচারের একমাত্র মাধ্যম, সুতরাং কাব্যই আত্মার একমাত্র ভাষা ও কবি আত্মার ভাষ্যকার।[৪৮]

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত রাবিতা কালামিয়্যার সদস্যদের কাব্য সংকলনের শিরোনাম থেকেই সংকলনের উদ্দেশ্য ও মৌলিকতার স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। মাহজরী কবিগন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের নামানুসারে তাঁদের সংকলনের নামকরণ করেছেন। ঈলিয়া আবু মাদীর কাব্য সংকলন যথাক্রমে "আল-জাদায়েল" (নালাসমূহ) "আল-খামায়েল" (বনাঞ্চল) এবং নাসীব আরিদার কাব্য সংকলন "আওরাকুল খরীফ" (হেমন্তের পাতাগুলো) উল্লেখযোগ্য, তেমনিভাবে কাল্পনিক ও দার্শনিক শিরোনামেও প্রবাসী কবিদের কাব্য-সংকলন পাওয়া যেমন "আল-আরওয়াহ আল-হায়িরাহু" (বিস্মিত আত্মাসমূহ) "হিয়া আল-দুনিয়া" (এটাই পৃথিবী) নিম্নোদ্ধৃত "নাশিদুল বাহার" (সমুদ্রেরগান) এর হুবহু অনুবাদ তার প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ :

এবং সৈকত সেই সমুদ্রের নিছক প্রেমিক,
ঢেউয়ের ভালোবাসা গুলোই
তাদের প্রেমের আত্মিক যোগসূত্র।
সেই সব দেখে
উজ্জ্বল আলোর চাঁদ সমুদ্রকে কাছে টানে।
সেই চঞ্চল ঢেউগুলো
গড়াতে গড়াতে
সৈকতের কাছে আসে
প্রশস্ত বুকের গভীরে ঠাঁই নেবার জন্যে।
গতি কি প্রবল!
বিদায় বড়ই করুণ, নীরব
কান্নার বুদ্বুদে সম্পন্ন।

সেই চঞ্চলতা
সুনীল দিগন্ত থেকে শুরু,
আচমকা তটের বালিতে এসে পড়ে।
মনে হয় রূপোর চাকতি
অজস্র ফেনার ঐতিহ্যে বর্তমান,
সূর্যের আলোকে গলিত সোনার চাকচিক্য।

এখন সেই সমুদ্র-তটের তৃষ্ণার নিবৃত্তি
এবং আত্মার পুণ্যস্নান।

সমুদ্রের আস্ফালন সেইখানে নীরব
সকল অহংকার চূর্ণ।

প্রত্যুষে তাকালে দেখতে পাই :
সমুদ্র তার প্রেমিকের কানে
ভালোবাসার শ্লোক পাঠ করে
বাহুর উৎশীর্ণে নিবিড় আলিঙ্গন।

উন্মত্ত জোয়ারে সমুদ্রের গান শুনি।
দু'হাতে ছিটিয়ে দেওয়া জলের প্রেম
এবং তটের মুখে অসংখ্য চুমোর দাগ
সমুদ্র চঞ্চল,
সমুদ্র ভয়ঙ্কর,
সৈকত প্রশস্ত,
সৈকত গম্ভীর,
জীবনই তার যৌবনের একমাত্র আকাংখা।

তার সেই প্রশান্ত বুকের গভীরে
সমুদ্রের সকল অহংকার চূর্ণ।

স্রোতের আবর্তে ঢেউগলোর
স্পর্শকাতর হাসি, ঠাট্টা –
এখন সেই সৈকত,
যখন কাছে টানে
আলগোছে সমুদ্রের প্রেম-নিবেদন।

কখনো সেই সমুদ্র
মৎস কন্যার সাথে
বৃত্তাকারে নাচে।

জলের নরম হাত ধরে গহীন অতল থেকে
উপরে উঠে আসে,
এবং আকাশে উড়ে যাবার আগে

ঢেউয়ের মস্তকে আশ্রয় নেয়,
তারার দেয়ালিতে তাদের প্রেমের উচ্ছ্বাস,
ক্ষুদ্রত্বের বিলাপ,
সমুদ্রই তাদের সান্তনা।

কখনো সেই সমুদ্রের কাছে
পর্বতের জ্বালাতন;
আবার সোহাগের হাসি-
পর্বতের কোন দুঃখ নেই।

সেই সমুদ্র তার প্রেমিককে
নির্মজ্জিত অচেতন দেহ
উপহার দেয়,
তটের হাতেই সেই সব দেহের জীবন প্রাপ্তি-
কেননা জীবন নিয়েই তটের সমস্ত ভাবনা।

কখনো সেই সমুদ্র
ঢেউয়ের হাতে তার প্রেমিককে
মণি-মুক্তা, মুল্যবান প্রেমের চিহ্নগুলোকে
নিরাপদ পৌঁছে দেয়।

উজ্জ্বল আলোকে তটের কী হাসি!
ভালোবাসার সেই ঢেউগুলোকে
কাছে পাবার
সাদর সম্ভাষণ!

ঠিক গভীর রাত্রে
যখন সমস্ত পৃথিবী
ঘুমের কোলে শায়িতা-
করুন কান্নার মতো
সমুদ্রের গান শুনি।

এই একটানা
ঘুমহীন কাতরতা
তাকে বেশ নির্জীব করে রেখেছে।

প্রেমিকার কাছে
ঘুম কিছুই নয়;
প্রেমের আকাংখাই সবচেয়ে প্রবল।
কেননা প্রেম অমর।[৫০]

জিবরান সাহিত্যে দর্শন

জিবরান বিংশ শতাব্দীর প্রধান দার্শনিকদের অন্যতম। তাঁর কবিতায়, গল্পে এমনকি আঁকা ছবিতেও দর্শনের ছোঁয়া আছে। মানবজীবনের জটিল রহস্যময় দিকটি তিনি মুখ্যত অবলম্বন করেছেন সাহিত্য রচনার মাধ্যমে। দর্শনও ধর্মবিশ্বাসে খ্রিষ্টান হলেও ইসলামী দর্শনই তাঁর রচনার উৎস। মুসলিম দর্শন ও মতবাদ তাঁর রচনায় পরতে-পরতে স্থান করে আছে। আবু আলী ইবনে সীনা, আবুল ফরাজ, ইবনে খালদুন, আল-মুতানববী, আবু নেওয়াজ ও ইমাম গজ্জালী প্রমুখ দার্শনিক ও চিন্তানায়কদের সম্পর্কে জিবরনের ধারণা খুবই স্পষ্ট।[৫১] অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজ দার্শনিক কবি উইলিয়ম ব্লেক ও জার্মান দার্শনিক নীৎসের দর্শনও তাঁর রচনাকে প্রভাবিত করছে। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-ভালোবাসা ও আনন্দ-বিরহ ইত্যাদির অন্তরালে বিজড়িত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি ও অনুভুতির উদঘাটনই মূলত তাঁর দর্শনপ্রয়াস। মানবজীবনের রহস্যকে তিনি উপলব্ধি করেছেন দর্শনের আলোয়, সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে তিনি কখনো বিরত হননি। বলিষ্ট প্রতিবাদী ভূমিকা তাঁর সমগ্র রচনায় পরিস্ফুট। তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ "The prophet" এর প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ। এগ্রন্থে তিনি মানবজীবনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো খুব সহজ-সরল ভঙ্গিতে কিন্তু দার্শনিক চিন্তায় জড়িয়ে কবিতার বিষয় করেছেন, যা পাঠকের হৃদয়ে সরাসরি প্রবেশ করে। মানবজীবনের ভালোবাসা, বিয়ে, সন্তান, দান, পানাহার, কাজ, ঘর-বাড়ী, পোষাক-পরিচ্ছেদ, বেচা-কেনা, অপরাধ-শাস্তি, বিধান, স্বাধীনতা, যুক্তি ও আবেগ, বেদনা, আত্মজ্ঞান, শিক্ষা, মুখ্যতা, কথা-বার্তা, সময়, ভালোমন্দ, প্রার্থনা, আনন্দ, সুন্দর, ধর্ম, ও মৃত্যুর মতো বিষয়সমূহ স্বীয় দর্শনের আলোকে বর্ণনা করেছেন। যেমন ভালোবাসা সম্পর্কে তিনি বলেন :

ভালোবাসা যখন হাতছানি দেয়
তুমি তার সাথে যেয়ো
যদিও ভালোবাসার পথ চড়াই উৎরাই।

ভালোবাসার ডানা যখন তোমাকে ঢেকে ফেলে
এবং গোপন ছুরি যদিও বিক্ষত করে-করতে পারে
তবুও ঢাকা থেকো ওই ডানার ভেতর।

ভালোবাসা যখন কথা বলে
যদিও ভালোবাসার স্বর—
উত্তরী বায়ু যেমন তছনছ করে বাগান
সেইভাবে বিচূর্ণ করে তোমার স্বপ্নদের,
তবু তুমি ভালোবাসার কথায় রেখো বিশ্বাস।
ভালোবাসা তোমাকে যেমন মুকুট পরায়
তেমনি সে ক্রুশবিদ্ধ ও করে।

ভালোবাসা তোমার জীবন বৃক্ষকে বৃদ্ধি করে বলেই
অনাবশ্যক ডালপালাগুলি কাটে
ভালোবাসা চলে যায় ওই বৃক্ষের চূড়ায়।

আর রৌদ্রদগ্ধ শাখাগুলির বেদনায় স্নেহের হাত রাখে
সেইভাবে ভালোবাসা শেকড়ে নামে
তাকে সচল করে আরো প্রোথিত হতে।

ভালোবাসা তোমাকে—
শস্যের আঁটির মতন নিজের মধ্যে বাঁধে
মাড়ায়, ভাঙ্গে-নগ্ন করে
তার চালুনি দিয়ে করে তুষহীন
পিষে আটা করে ফেলে
চটকায় খামির না হওয়া পর্যন্ত
এবং ভালোবাসা
তার পবিত্র আগুনে তোমাকে সেঁকে
আর তুমি পরিণত হও
বিধতার পবিত্র ভোজের পবিত্র রুটিতে।

ভালোবাসা তোমাকে এরকম করে
আর তুমি জানতে পারো
তোমার হৃদয়ের গভীর গোপন
সেই জ্ঞানে তুমি জীবনের যে হৃদয়
তার অংশ হয়ে যাও।
কিন্তু ভালোবাসার পথে তোমার ভয় যদি হয়
তুমি ভালোবাসার শান্তি ও সুখ পাবে মাত্র
আর কিছু নয়।

সেক্ষেত্রে তোমার নগ্নতা ঢেকে
ভালোবাসার শস্যমাড়াইএর উঠোন থেকে
নিষ্ক্রান্ত হওয়াই ভালো
তখন ঋতুহীন পৃথিবীতে—
তুমি হাসবে
কিন্তু সবকিছু তোমার হাসি হয়ে ফুটবেনা
কাঁদবে কিন্তু সব
তোমার চোখের অশ্রু হয়ে ঝরবে না।

ভালোবাসা দেয়না কিছুই নিজেকে ছাড়া
নেয়না কিছুই ভালোবাসা ছাড়া
ভালোবাসা কিছু অধিকার করেনা
ভালোবাসাকে অধিকার করাও যায় না
কেননা ভালোবাসার জন্য ভালোবাসাই যথেষ্ট।

তুমি ভালোবাসো যখন, বলো না-
"ঈশ্বর আমার হৃদয়ে"
বলো- "আমি ই ঈশ্বরের হৃদয়ে।"

আর ভেবো না যে,
ভালোবাসার গতিপথ তুমি নির্দেশ করবে
ভালোবাসাই নির্দেশ করবে তোমার গতিপথ
যদি ভালোবাসার কাছে তুমি হও মূল্যবান

নিজেকে পূর্ণ করা ছাড়া
ভালোবাসার আর কোন আকাংখা নেই।
কিন্তু তুমি ভালোবাসো যদি
আর তোমার কাম্য কিছু হয়
তাহলে কাম্য হোক—
বরফ গলা চঞ্চলা ঝরনার মত হওয়া
যে রাত্রীর বুকে তার সুর ও সংগীত ছড়ায়
বেদনাকে জানা, যা খুব বেশিরকমের সূক্ষ্ম
নিজস্ব ভালোবাসার বোধে বিক্ষত আর রক্তাক্ত হওয়া
স্বেচ্ছায়, সানন্দে—
হৃদয়-ডানা মেলে জেগে ওঠা সুসকালে
আর একটি ভালোবাসার দিনের জন্য বিধতাকে ধন্যবাদ দিয়ে
বিশ্রাম দুপুর বেলায়
সেই সাথে ভালোবাসার স্বর্গসুখে ধ্যানমগ্নতা
কৃতজ্ঞচিত্তে সন্ধাবেলায় ঘরে ফেরা
হৃদয়ের প্রিয়তমের উদ্দেশ্য প্রার্থনা রাত্রীতে
এবং ওষ্ঠ প্রশস্তি গীতের সাতে ঘুম....[৫২]

এভাবে তিনি তাঁর দর্শন, চিন্তা ও কল্পনায় নিজস্ব জগত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সেই জগত বর্তমান পাঠক সমাজে জিবরানিজম বা জিবরানবাদ নামে পরিচিত।

সমাজ ও প্রকৃতির কবি জিবরান

সিরীয় ও লেবাননী দেশ ত্যাগী কবি-সাহিত্যিকদের কবিতা ও রচনার দিকে তাকালেই বুঝা যায় যে তাদের কবিতা ও রচনায় সমাজ ও প্রকৃতির প্রভাব পরিস্ফুট, জিবরান সাহিত্য ও এর ব্যতিক্রম নয়, বরং বলা যেতে পারে দেশত্যাগী কবিদের মধ্যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিষয়াবলী শিল্পিদক্ষ ভাবে ব্যবহারে জিবরানের স্থান সবার ওপরে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য সংকলনে "আল-মাওয়াকিব" (শোভাযাত্রা) অসংখ্য সমাজ ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার সমাবেশ ঘটেছে। জিবরানের লেখায় দর্শন থাকলেও তিনি সমাজের রীতি-নীতি অন্ধানুগত্য, মানব রচিত সামাজিক বিধান ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যেমন সোচ্চার ছিলেন, তেমনি তিনি মাতৃভূমি লেবনানের বরফে ঢাকা পর্বতমালার মনোরম দৃশ্য, অন্ধকার রাত্রির ভয়াবহ নির্জনতা, প্রেমালাপের মধুর রজনী, জংগলবাসে একাকিত্বের আনন্দ, সমুদ্রের ঢেউয়ের চঞ্চলতা ও সৈকতের সাথে ঢেউয়ের নীরব মিতালীসহ অনেক মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য নিখুতভাবে চিত্রায়ন করেছেন। তিনি জংগলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন

যেখানে নেই কোন প্রতিবন্ধকতা, পূর্ণমাপের স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধাদি বিদ্যমান হতে যুবক বলে উঠে শুনো :

(জংগলে কোন রাখাল ছিলনা
ছিল না কোন মেষপাল,
অত:পর শীত অতিবাহিত হয়
কিন্তু তার সাথে বসন্তের ঝগড়া নেই)[৫৩]

সুতরাং হৃদয়ের নিকট কোন জীবন সুন্দর ও প্রিয় এই বনবাসী জীবন থেকে যেখানে বসন্তের শেষ নেই, নেই কোন দুঃখ দুদর্শা অত:পর তিনি তাঁর বর্ণনা দেন :

(জংগলে কোন দুঃখ নেই
নেই কোন চিন্তা
হৃদয়ের মেঘমালার অন্তরালে
আলোকিত হয় উজ্জ্বল তারাকা)[৫৪]

জিবরান যেমন বিভিন্ন রূপালংকার দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন অনুরূপভাবে নিস্তব্ধ-নীরব রজনীর ও নিখুতভাবে চিত্রায়ন করেছেন তাঁর কাব্যে, অত:পর তিনি বলেন :

(নীরব রজনী এবং কাপড়ের নীরবতায় স্বপ্ন লুকিয়ে থাকে
পূর্ণিমার চাঁদ এগিয়ে যায় তার চোখগুলো যুগের শিকার
এসো হে বাগান কন্যা : প্রেমিকের বাগান পরিদর্শন করি)[৫৫]

জিবরান রাত্রি প্রচন্ড ভালোবাসতেন তাঁকে রাত্রির স্মৃতিসমূহ বড় পীড়া দেয় অত:পর তিনি তাঁর গদ্য কবিতায় রাত্রিকে সম্বোধন করে বলেন :

(হে গীতিকার, কবি ও প্রেমিকদের রজনী,
হে কল্পনা, আত্মা ও আবছায়ার রজনী,
হে স্মৃতি, ভালোবাসা ও সখের রজনী,)[৫৬]

তাছাড়া লেবাননের প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্যাবলী জিবরানের হৃদয়ে দারুণ প্রভাব ফেলে যা ভুলে যাওয়া তাঁর পক্ষে এত সহজ নয়। অত:পর তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুখের উপর চিৎকার করে বলেন

তোমরা তোমাদের লেবানন নিয়ে থেকো এবং আমি আমার লেবানন নিয়ে থাকি, তোমরা তোমাদের লেবাননের সমস্যাদি নিয়ে আছো, আর আমি : আমার লেবাননের রূপ ও সৌন্দর্য নিয়ে আছি, তোমাদের লেবানন রাজনৈতিক সমস্যা পরিপূর্ণ, সময় তার সমধানে সচেষ্ট, আর আমার লেবানন নীল আকাশের দিকে

বুকফুলিয়ে দাঁড়ানো রূপসী পর্বতমালা, তোমাদের লেবানন অন্ধকার রাত্রীর আশ্রয়ে রাজনৈতিক সমস্যা, অত:পর আমার লেবানন শান্তিময় লোকালয় যার কোলে সখের গীতও ঘন্টার ধ্বনির উত্তাল তরঙ্গমালা।[৫৭]

জিবরানের রচনায়, গল্পে ও কাব্যে লেবাননের প্রকৃতিক দৃশ্যাবলীর প্রভাব স্পষ্ট বিদ্যমান যেমন তাঁর সহচর ও ঘনিষ্ট সহযোগী মিখাঈল নুআইমা বলেন : .... "জিবরানের রচনায় লেবাননের আত্মার সখ নিজ আত্মা দিয়ে স্পর্স করেছি, উপলব্ধি করেছি সেই পর্বতমালার ভয়ার্ত রূপ ও সৌন্দর্য এবং শুনেছি সুন্দরী রমনীদের গান, আরো শুকেঁছি চতুপার্শে ছড়ানো ফুলের সুবাস ও শুনেছি তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন।"[৫৮]

জিবরান সম্পর্কে মিখাঈল নুআইমার এই অভিমত এমনিতে হয়নি বরং তাঁর রচিত উপন্যাস "দাম'আ ওয়াবতিসামা" (মুচকি হাসি ও অশ্রু), "মুরাতা আল-বানিয়া" অরদাতু আল-হানী, ইউহানা আল-মাজনুন ও খলীল আল-কাফির এর মত আবেগময় সামাজিক উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষনের পর এই মতে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছেন। যদিও লেবাননের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাঁর সাহিত্যে স্পষ্টকারে ফুটে উঠেনি। বাল্যকাল থেকে যে শহরকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন ও সম্মানের চোখে দেখতেন সেই শহরের বর্ণনা তাঁর কাব্যে বিশেষ স্থান পায়নি যেমন স্থান পায়নি লেবাননের সবুজ ধানের মাঠও নীল আকাশের বর্ণনা, অথচ তাঁর স্বল্পজীবনের গদ্য রচনায় এসব দৃশ্যাবলী বড় আকারে পরিস্ফুটিত ও প্রতিপাদ্য। "আরায়িসু আল-মুরুজ" গ্রন্থে তাঁর লেবাননী জীবনের চিত্রায়ন করা হয়েছে যেভাবে তিনি লেবাননকে উপলব্ধি করেছেন। "দাম আ ওয়াবতিসামা" উপন্যাসে চিত্রায়িত হয়েছে তাঁর আবেগময় জীবন ও কল্পনা প্রবাহ এবং "আল-আজনেহাতু আল-মুতাকাসিসরা" গ্রন্থে চিত্রায়িত করেছেন সেই সকল সামাজিকও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী যা তাঁর অন্তরে প্রেম ভালোবাসা ও সম্প্রীতি জন্ম দিয়েছে। তাই বলা হয়ে থাকে লেবাননের প্রকৃতি চিত্রায়নে কবি জিবরান অপেক্ষা ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক জিবরান অনেক সফল।[৫৯]

গদ্যকবিতা ও জিবরান

প্রবাসী আরবি কবি-সাহিত্যিকদের নিরলস সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে আধুনিক আরবি সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের সুচনা হয় যা প্রাচীন আরবি সাহিত্য বা মধ্যপ্রাচ্যের কবিদের কবিতায় পাওয়া যায়নি। গদ্যকবিতা বা কাব্যিক গদ্য নামের এই অধ্যায়টি যদিও কবিতার বিভিন্ন পদ-প্রকরণ ও বিশ্লেষন, স্টাইল, রূপক প্রতীক বর্ণনা, কৌশল আবেদন ইত্যাদি আলংকারিক বৈশিষ্ট্য থেকে শূন্য তবে জীবন, জগত, আন্তরিকতা ও ঐকান্তিকতা, মানসিকতা ও আবেগ, কবিতার ছন্দ ও সুর লহরী থেকে একেবারে বঞ্চিত নয়। নতুন অধ্যায়টি দেশত্যাগী নির্বাসিত সিরীয় ও লেবাননী কবি-সাহিত্যিকদের আবিস্কার। অনেক ইতিহাসবিদদের ধারণা এই শাখার মূল প্রবর্তক লেবাননী দার্শনিক ও সাহিত্যিক আমীন আল-রায়হানী। ওরিয়েন্টেলিষ্ট কারাতসফিনকির মতে আমীন আল-রায়হানী আরবি সাহিত্যে "আল-নাসর আল-শিরী" (কাব্যিকগদ্য)নামক নতুন শাখার সূচনা করেছেন যা আরবি সাহিত্যে ইতিপূর্বে পরিচিত ছিলনা এবং তিনি এটি ইংরেজ কবি *WALTH OWATMAN* এর কাব্য

থেকেই নিয়েছেন।[৬০] তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন আর এক ইংরেজ ওরিয়েন্টেলিষ্ট গীব "GIB" তিনি বলেন : কিছু সিরীয় সাহিত্যিকদের উদার মনোভাবের কারণে আরবি সাহিত্যে "আল-শিরু আল-মানসুর" (গদ্যকবিতা) নামে নতুন সাহিত্যের সূচনা হয় যা তারা মুলত ইংরেজ কবি *ওয়ালত ওয়াতম্যান (walth owatman)* থেকে নিয়েছেন।[৬১] ওরিয়েন্টেলিষ্ট কম্পিয়র (Comphier) এই অধ্যায়ের কথা উল্লেখ না করে বলেন : জিবরান খলীল জিবরান প্রবাসী আরাবি সাহিত্যের অগ্রদূত বা প্রধান নেতা; তিনি বাইবেলের ভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তাঁর লেখায় বাইবেলের স্টাইল ও পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করেন বিশেষ করে SYMBOL, METAPHORS (রূপালংকার) ও ALLEGORIES তিনি বাইবেল থেকেই আনয়ন করেন।[৬২] সত্যিকার অর্থে গদ্য কবিতা স্বাভাবিক গদ্য থেকে ভিন্ন নয়; গদ্যকবিতায় আবেগময় কল্পনা ছন্দ অবলম্বনে প্রকাশিত হয় বিধায় কিছুটা ভিন্ন। সুতরাং গদ্য কবিতাকে মুক্তছন্দ ও স্বাধীন সুরলহরীর সমন্বয় বলা যেতে পারে। জিবরানের গদ্যকবিতায় এর উদাহরণ পাওয়া যায় :

হে গীতিকার, কবি ও প্রেমিকদের রজনী
হে কল্পনা, আত্মা ও প্রতি-ছায়ার রজনী
হে স্মৃতি, ভালোবাসা ও আকাংখার রজনী,[৬৩]

জিবরানের গদ্য কবিতায় যেমন আবেগময় কল্পনা দেখতে পাওয়া যায় তেমনি যথাযোগ্য ছন্দ ও সুর বিদ্যমান উল্লেখ্য যে, আরবি সাহিত্যের এই অধ্যায়ে দেশ ত্যাগী আরবি সাহিত্যিকদের মধ্যে জিবরানের রচনা সবচেয়ে বেশী তাঁর কাব্য সংকলন (আল-আওয়াসিফ) (আল-বাদায়েই আল-তারায়িব) এ গদ্য কবিতার যথেষ্ট সমাহার করা হয় বিশেষ করে তাঁর রচিত আরবি গ্রন্থকে (দামআ ওযাবতিসামা) গদ্যকবিতার মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কবিতার এই অভিনব কৌশল মধ্যপ্রাচ্যে ও প্রবাসী আরবি পাঠকদের দৃষ্টি কেড়ে নিতে সফল হয়। কিন্তু আরবি সাহিত্যের এই নবযাত্রার জনক ও বাহক লোবাননী দার্শনিক সাহিত্যিক আমীন রায়হানী ও জিবরানের পর আর এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। তাঁদের মৃত্যুর সংগে গদ্যকবিতার ও অবসান ঘটে।

জিবরান ও ধর্ম

জিবরান নিম্নমধ্যবিত্ত খ্রিষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও খ্রিষ্টধর্ম সহ সকল ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তিনি যিশু খ্রিষ্টকে নিয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করে। তাঁর বিশ্বাস বাইবেলের যিশু ও জিবরানের যিশু সম্পূর্ণ ভিন্ন। জিবরানের যিশু সাধারণ পুরুষদের একজন; তনি জিবরানের মত স্বপ্ন ও আবেগ রাজ্যের একজন কবি। জিবরান কখনো ধর্ম নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছেন, ঈমান ও কুফরের মধ্যে সাম্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতে অসংখ্য ঈশ্বরের মাঝে প্রকৃত ঈশ্বরের খোঁজ পাওয়া খুবই কঠিন। তিনি বলেছেন "আমি নিজেই আমার ইশ্বর"[৬৪] তিনি নিজের আশা আকাঙ্খার পূজারী ছিলেন। তিনি নারী প্রেমের উপাসনা করতেন তাঁর রচনায়, কবিতায় গদ্য-উপন্যাসে ও ছোট গল্পে এর প্রভূত উদাহরণ রয়েছে।

জিবরানের শেষজীবন

জিবরান বেশ কিছু দিন থেকে যক্ষ্মা রোগে ভোগেন। ১৯৩১ সালে তিনি চিকিৎসার জন্য নিউইর্য়ক শহরের সেন্ট ভিনসেট হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতালে বোন মেরিনা ও দির্ঘদিনের বন্ধুও সহযোগী মিখাঈল নুআইমাহ ছাড়া কেউ তাঁর পাশে ছিল না।[৬৫] যৈবিক চাহিদা, অবিশ্বাস ও নাস্তিক্যবাদে জর্জরিত জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তিনি নিজেকে সম্মোধন করে বলেন "হে জিবরান আমি তোমার ভালোবাসাকে তোমার চাহিদার কাছে বিসর্জন দিয়েছি তোমার মানবিক শক্তির নিকট তুমি নিজে লজ্জিত। তোমারই তো বাণী ভালোবাসা তো ইশ্বর সুতরাং যৈবিক চাহিদাকে ইশ্বর বানিওনা এবং পাথিব আনন্দও চাহিদাকে জীবনের উৎস মনে করিওনা"[৬৬] হাসপাতালেই তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মরদেহ বোষ্টনে নিয়ে অসংখ্য ভক্ত ও বন্ধুবান্ধবদের অশ্রুর মাঝে সমাধিত করা হয়। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী লেবানন সরকার তাঁর মৃতদেহ লেবাননে ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ১৯৩১ সালের ২১ আগষ্ট তাঁর মরদেহ বৈরুত বন্দরে পৌছলে লাখো আরব নিজেদের কবিকে শেষ শ্রদ্ধা জানায়। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জিবরানকে জন্মস্থান বেশরী গ্রামের গীর্জার পাশে সমাধিত করা হয়।[৬৭]

তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মও শিল্প কর্মের এক চতুর্থ ভাগ নিজের গ্রামের নামে উইল করে যান, বেশরী গ্রাম ও তার কবি সন্তানের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি কোন কৃপণতা করেনি। কবির সম্মানার্থে প্রতিষ্ঠা করা হয় জিবরান জাদুঘর জিবরান পার্ক, জিবরান হোটেল ইত্যাদি সহ প্রতিটি মোড়ে জিবরানের নাম দেখতে পাওয়া যায় যা জিবরান ভক্তদের মনে প্রেরণা যোগায়।[৬৮]

জিবরানের সাহিত্যকর্ম

জিবরান সাহিত্য ও শিল্পের সকল শাখায় অবদান রেখেছেন কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও চিত্র শিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। শুধু আধুনিক আরবি সাহিত্যে নয় ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যেও তাঁর অবদান অনেক। আরবি ও ইংরেজী ভাষাতে তাঁর আটটি করে গ্রন্থ রয়েছে। আরবি সাহিত্যে জিবরানের অবদানের আলোচনায় ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোচনার সুযোগ নেই তবে ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর প্রভাব সম্পর্কে দু-একটি কথা উল্লেখ করা যায়। The prophet এর মাধ্যমেই বিশ্বসাহিত্য অংগনে তিনি নিজের স্থান করে নিয়েছেন। প্রকাশকাল অনুযায়ী আরবিতে রচিত তাঁর গ্রন্থসমূহ হচ্ছে :

১. *আল-মুসিকা* (মিউজিক)

২. *আরায়িসু আল-মুরুজ* (উপত্যক্যার পরী)

৩. *আল-আরওয়াহু আল-মুতামারিরদাহ* (অবাধ্য আত্বাসমূহ)

৪. *আল-আজনিহাতু আল-মুতাকাসিসরাহ* (ভাঙ্গাডানা সমূহ)

৫. *দামআ ওয়াবতিসামা* (মুচকি হাসি ও অশ্রু)

৬. *আল মাওয়াকিব* (শোভাযাত্রা)

৭. *আল আওয়াসিফ* (ঝড়)

৮. *আল বাদায়েই আল তারায়িব* (অসাধারণ ও দুলর্ভ প্রবাদ)

১. আলমুসিকা (১৯০৫)

এই গ্রন্থের মাধ্যমেই জিবরান আরবি সাহিত্য অংগনে পদার্পন করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর। প্রথম লেখা হিসেবে এটি পাঠকের মন জয় করতে সক্ষম হয়নি। যদিও তাতে শৈলী ও বিষয়ে নতুনত্বের অভাব ছিলনা।

২. আরায়িসু আল-মুরুজ (১৯০৬)

এটি তিনটি ছোটগল্পের একটি সংকলন। প্রথম গল্পে রোমাঞ্চকর কাহিনীর মাধ্যমে পরজন্মের বিশ্বাস, দ্বিতীয় গল্পে সমাজের বিত্তশালীদের চারিত্রিক দুর্বলতা এ অসহায়দের ওপর অত্যাচার ও তৃতীয়টিতে ধর্মযাজকদের ভন্ডামীর চিত্র আছে।

৩. আল আরওয়াহু আল মুতামারিরাদাহ (১৯০৬)

এটি জিবরানের ছোট গল্পের আর একটি সংকলন এতে ৪টি চমকপ্রদ গল্প স্থান পেয়েছে, যা সমাজের বিত্তবান, ধর্মযাজক ও রাজনৈতিকদের বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনার বহিপ্রকাশ। সংকলনটি মেরী হাসক্যালকে উৎসর্গ করে জিবরান লিখেছেন : "সেই আত্মার প্রতি যা আমার আত্মাকে আলিঙ্গনে রেখেছিল, সেই হৃদয়ের প্রতি যার সবকিছু আমার হৃদয়ে উজাড় করে দিয়েছিল, সেই হাতের প্রতি যা আমার আবেগময় জীবনে ভালোবাসার আগুন জালিয়েছিল, তাঁর প্রতি উৎসর্গ করলাম এই অমর গ্রন্থ"।[৬৯]

৪. আল-আজনিহাতু আল-মুতাকাসিসরাহ (১৯১২)

জিবরানের প্রথম এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল (১৯০৬ ১৯০৮)[৭০] জিবরান নিজেই উপন্যাসের মূল নায়ক তাঁর জীবনের বাস্তব ঘটনাকে উপন্যাসে রূপ দেন। মাত্র আঠারো বছর বয়সে জিবরান সালমা কারামা নামক এক গ্রাম্য মেয়ের প্রেমে পড়েন, রূপসী সালমা তাঁর মনের দাগ কাঠতে সক্ষম হয়। জিবরান বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে গীর্জার পাদ্রীর ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে সালমার বিয়ে হবে বলে সালমার অভিভাবক জানান, দুই বছর পর সালমা প্রথম সন্তান প্রসব করার সময় মাও শিশু মারা যায়। এতে জিবরান খুবই দুঃখ পান। কিশোর জীবনের সেই ঘটনা তাঁর মনে স্থায়ী প্রভাব ফেলে। ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি নীতিকে তিনি আর কোনদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেননি।[৭১]

৫. দাম আ ওয়াবতিসামাহ (১৯১৪)

জিবরানের ৫৬টি গদ্য কবিতার সংকলন। স্বীয় জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে কবিতাগুলো রচিত। ভূমিকায় তিনি বলেছেন-আমার আহত হৃদয়ের আঘাতকে অশ্রু দিয়ে মুছে ফেলে হাসতে আমি রাজী নই; আমি আশাবাদী যে হাসি-কান্নার মধ্যেই আমার জীবন অব্যাহত থাকেব। অশ্রু! আমার হৃদয়কে পবিত্র করে তুলবে এবং জীবনের গভীর রহস্য বোঝায় উপকারে আসবে।[৭৩]

৬. আল-মাওয়ায়াকিব (শোভাযাত্রা) (১৯১৯)

এটি জিবরানের প্রথম কাব্য সংকলন। সেগুলো তিনি ১৯১৮ সালের দিকে রচনা করেছিলেন অর্থাৎ আরবিতে তাঁর পাঁচটি গ্রন্থ (আল মুসিকা, আরায়িসু আল-মুরুজ, আল-আর ওয়াহু আল-মুতামারিরদাহ, আল আজনিহাতু আল মুতাকাসিসরাহ ও দাম আ-ওয়াবতিসামাহ) প্রকাশিত হওয়ার পর এতে তিনি তাঁর অন্যান্য গদ্য রচনার মত তথাকথিত সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি ও অন্ধ আনুগত্যের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহকে কাব্যকারে প্রকাশ করেন এবং সামাজিক চিন্তাধারা ও দার্শনিক পরিভাষায় নিখুতভাবে বর্ণনা দেন তাঁর মূল উদ্দেশ্য মানব জীবনের তথাকথিত আইন-সংবিধানের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং সহজ সরল স্বাভাবিক জীবনের প্রতি ফিরে যাওয়ার উদাত্ত আহবান। এই সংকলনে তিনি যেমন লৌকিকতা ত্যাগ করে সহজ সরল প্রাকৃতিক জীবন ধারণের প্রতি আহ্বান করেছেন অনুরূপভাবে প্রচুর রোমাঞ্চকর দৃশ্যেরও সমাহার ঘটিয়েছেন যেমন তিনি বলেছেন :

"হে গীতিকার, কবি ও প্রেমিকের রজনী,
হে কল্পনা, আত্মা ও প্রতি-ছায়ার রজনী,
হে স্মৃতি, ভালোবাসা ও সখের রজনী,[৭৫]

এতে আমরা আরো লক্ষ্য করছি যে, জিবরানের "আল মাওয়াকিব" কাব্য সংকলনটি কবির হৃদয়ের অন্তকলহের ফসল, যুবক জিবরান ও অভিজ্ঞ জিবরানের মধ্যে, সেই কারণে আমরা তাঁর এই কাব্যসংকলনে আবেগ ও পৃথিবী থেকে অনেক দূরে অবস্থানরত চিন্তাবিদ ও দার্শনিক জিবরানের পরিচয়ও পেয়ে থাকি, যেমন তিনি বলেন :

"আপারগাবস্থায় হয় মানুষের মঙ্গল
সমাধীস্থ হলেও শেষ হয় না তার মঙ্গল,[৭৬]

সেই কারণে বলা যেতে পারে যে, জিবরানের "মাওয়াকিব" তাঁর জীবনের দু'টি অধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে এক : তাঁর অভিযোগ, অনুভুতি ও আবেগময় সাহিত্য জীবন, দুই : তাঁর কাল্পনিক চিন্তাধারা ও গভীর পর্যবেক্ষণের দার্শনিক জীবন।

৭. আল-আওয়াসিফ (১৯২০)

একটি প্রবন্ধ সংকলন। প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে পাঠক অঙ্গনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে বিশেষ করে "হাফফারুল কুবুর" (কবর খাননকারী) "আল-ওবু-দিয়্যাহ" (উপাসনা) "আল মালিকুস সিজিন" (বন্দি রাজা) "মাতা-আহলী" (আমার মৃত পরিবার)। জার্মান দার্শনিক নীৎসের (১৮৪৪-১৯০৯) চিন্তাধারার প্রভাব প্রবন্ধসমূহে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তিনি "ইয়া বনী উম্মী" (হে আমার মাতৃসন্তান) শিরোনামের প্রবন্ধে বলেন : আমি তোমাদের ভালোবাসতাম এই ভালোবাসা আমার ক্ষতি করেছে, তোমাদের কোন লাভ করেনি।

--- হে আমার মাতৃসন্তানেরা! আমি তোমাদের ধিক্কার দিই কারণ তোমরা সম্মান ও মর্যদা সন্ধান করো না, আমি তোমাদের ঘৃণা করি কারণ তোমরা নিজেদের খাটো করে দেখ। আমি তোমাদের শত্রু, কারণ তোমরা তো ইশ্বরের ও শত্রু, কিন্তু তোমরা তা জান না,[৭৭] এভাবে জিবরান তাঁর স্বজাতির বিরুদ্ধে নিজের দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

৮. আল-বাদায়েই আল তারায়িব (১৯২৩)

এটি একটি কাব্য সংকলন। সাহিত্য, শিল্প ও ব্যক্তিত্ব পর্যালোচনা করার জন্য তাঁর তাত্ত্বিক ধারণা এতে পাওয়া যায়। জিবরান তাঁর দর্শন এখানে ব্যাখ্যা করেছেন। পাশাপাশি প্রসিদ্ধ আরব মুসলিম দার্শনিকদের আলেখ্য রয়েছে।

৯. The prophet

দি প্রফেট জিবরানের সুপ্রসিদ্ধ কাব্য। বিশ্বব্যাপী তাঁর পরিচিতির অন্যতম কারণ এই কাব্য। আগেই বলা হয়েছে জিবরান মূলত রোমান্টিক এবং বাইবেল, নীৎসে ও উইলিয়ম ব্লেক দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর সব রচনা ভালোবাসা, মৃত্যু প্রকৃতি, জীবন জিজ্ঞাসা এবং মাতৃভুমির প্রতি আকর্ষণ প্রভৃতি মৌলিক ভাবনা তাঁর সব রচনাই স্থান করে নিয়েছে দি প্রফেট গ্রন্থে সেগুলি গভীর মমতা, আবেগ নিয়ে প্রকাশিত। ভালোবাসা, বিয়ে, সন্তান, দান, পানাহার, কাজ, সুখ-দুঃখ, ঘর-বাড়ী, পোষাক পরিচ্ছেদ, বেচা-কেনা, অপরাধ-শাস্তি, বিধান, স্বাধীনতা, যুক্তি আবেগ-বেদনা, আত্মজ্ঞান, শিক্ষা, সভ্যতা কথাবার্তা, সময়, ভালোমন্দ, প্রার্থনা আনন্দ, সুন্দর, ধর্ম মৃত্যু প্রভৃতির মত মানবজীবনের প্রধান বিষয়গুলো গভীর দার্শনিক প্রজ্ঞায় অথচ সহজ-সরল শৈলীতে ব্যক্ত করেছেন। ফলে সহজে পাঠকচিত্তকে প্রভাবিত করে কবিতাসমূহ।

কালজয়ী এই কাব্যগ্রন্থে জীবনের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যও তাৎপর্য গভীর ও সুস্পষ্টভাবে বিধৃত যা মনের জানালাগুলি পরমযত্নে খুলে দেয় আর সত্য ভোরের আলোর মত পাঠকের সবত্র স্পর্শ করে। সহজ ভঙ্গিতে করা এসব উচ্চারণ মানবিক দর্শনকে নিটোল অন্তরঙ্গতার সাথে তুলে ধরে আর নিরন্তর চিন্তার নিদের্শনার যোগান দেয়। ব্যাক্তির জীবনাচরণকে এই কাব্যপাঠ মহিমান্বিত করতে

পারে, বিশুদ্ধ আনন্দের উৎসারণই শেষপর্যন্ত এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়ে দাঁড়ায়। দি প্রফেট প্রকাশের জন্য তিনি এমন এক সময় বেছে নেন যখন মানুষ হাসি আনন্দ বাদ দিয়ে বাস্তবতার দিকে ঝুঁকে পড়ে, খেলাধুলা থেকে মুখ ফিরিয়ে চিন্তা ও কল্পনার দিকে ধাবিত হয় এবং বস্তুবাদের ওপর আধ্যাত্মিকতাকে প্রাধান্য দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়ে জিবরানের খ্যাতি সর্বত্র ছাড়িয়ে দেয় এবং পাঠক সমাজে এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, প্রথম প্রকাশেই আশি হাজার কপিরও অধিক বিক্রি হয়, বিশটির ও বেশী ভাষায় অনূদিত হয় পৃথিবীর সবকটি চালুভাষায় গ্রন্থটি অনুদিত হয়েছে। এর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত কপিসহ এর বিক্রিত কপির সংখ্যা আমাদের কল্পনার অনেক উর্ধ্বে। "The prophet" এর মূল গঠন ভঙ্গিটা এরকম যে, "মোস্তফা" নামের একজন প্রেরিত পুরুষ তাঁর দীর্ঘ প্রবাসকাল শেষে দ্বীপ জন্মভূমিতে ফেরায় প্রাক্কালে প্রবাস নগরীর "আলমিতরা" নামের এক মহিলার জীবন-মৃত্যু ও মধ্যবর্তীসময়ের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। শেষে ইশ্বরপ্রেরিত পুরষ বলেছেন যে, তিনি শুধু বক্তাই নন, নগরবাসীদের সাথে তিনিও এসব কথার শ্রোতা। শ্রোতারা শুরুতেই বলেছিল তারা তাঁর সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করবে এবং পুরুষানুক্রমে তা প্রচারেরও ব্যবস্থা করবে।[৭৭]

"The prophet" আরবিতে ভাষান্তর করেন জিবরানের ঘনিষ্ট বন্ধু মিখাঈল নুআয়মা। মুল অবিকৃত তাতে নিপুণ প্রাণ সঞ্চার করেছেন-যা পাঠককে মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয় অনুবাদের কথা- নিয়ে যায় একান্ত মৌলিকতার সাথে বিশ্বমানবের নিমন্ত্রণে, সেখান থেকে "আত্মজ্ঞান" সম্পর্কে জিবরানের বক্তব্যের অনুবাদ তুলে ধরা হলো :

তোমার হৃদয়
নীরবতার মধ্যেই জানতে পায়
দিনগুলির ও রাতগুলির গোপন খবর।

কিন্তু তোমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় তৃষ্ণার্ত হয়
তোমাদের হৃদয়জ্ঞানের ধ্বনির জন্যে।

চিন্তার মধ্যে সর্বদাই যা জ্ঞাত হও
তাকে শব্দের আকারে জানা চাই,
তোমাদের নগ্ন শরীরকে
তোমাদের আঙ্গুল দিয়ে ছুঁতে পারা চাই।

তোমাদের ভালো করেই তা পারা দরকার
তোমাদের আত্মার মধ্যে লুকানো ফোয়ারাটিকে
অবশ্যই জাগিয়ে তোলা দরকার
যেন ঝিরঝির শব্দে সে
সাগরের দিকে বয়ে যায়।

আর তোমাদের অতল গভীরে থাকা ঐশ্বর্যকে
তোমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশ করতে হবে
তবে তোমাদের অজানা ঐশ্বর্যকে মাপার জন্যে
কোন নিক্তি পাবে না
আর তোমাদের জ্ঞানের গভীরতার তল পাবে না
দন্ড কিংবা গভীরতা মাপার দড়ি দিয়ে।

কারণ আত্মা একটা সমুদ্র
যা অসীম ও পরিমাপহীন—
বলো না—
"আমি সত্যকে পেয়েছি"
বরং বলো
"আমি একটি সত্যকে পেয়েছি"।
একথা বলো না—
"আমি আত্মার পথটি খুজে পেয়েছি"
বরং বলো—
"আমি আমার পথে যেতে যেতে
আত্মার দেখা পেয়েছি"।
কারণ আত্মা সব পথেই হেঁটে যায়
আত্মা একটা রেখা ধরে হাটে না
অথবা বাড়েনা নলখাগড়ার মতন
আত্মা নিজেকে
পদ্মের অগণ্য পাপড়ির মত ছড়িয়ে দেয়।[৭৯]

এটাই জিবরান সাহিত্য যা বিশ্ব সাহিত্য অংগনে জিবরানিজম বা জিবরানাবাদ নামে খ্যাত যার মাধ্যমে তিনি আধুনিক আরবি সাহিত্যে ঈষর্নীয় স্থান করে নিতে শুধু সক্ষম নয় সফলও হয়েছেন, তাই তাকে আধুনিক আরবি সাহিত্য, বিশেষ করে প্রবাসী আরবি সাহিত্যে "অগ্রদূত" উপাধিতে ভুষিত করা হলে একটু বেশী বলা হবেনা।

তথ্যসূত্র

১. Ismat mahdi, *Modern Arabic Literature,* Da'iratul Ma'arif press, Osmania University, Hyderabad-1983, p. 144

২. Suheil Badi & paul goteh, *Gibran of Labanon,* American University of Beirut press, 1986, p. xix.

৩. জওরাজ সাইদাহ, *আদবুনা ওয়া ওদাবাউনা ফিল মাহাজিরিল আমেরিকিয়্যা,* তারিখ ও প্রকাশনা নেই, পৃ.১৬৭

৪. মিখাঈল নুআয়মা , *জিবরান খলিল জিবরান,* মাকতাবা বৈরুত, লেবানন, ১৯৩৪, পৃ.৩৬

৫. Suheil Badi & paul Gotch, প্রগুক্ত, পৃ.xix

৬. প্রাগুক্ত, পৃ.xx

৭. নাদিরা জমিল সিরাজ, *শুরাউর রাবিতাতুল কলামিয়্যা* দারুল-মা'রিফ, মিশর, ১৯৫৭, পৃ.

৮. প্রাগুক্ত, পৃ.

৯. জওরাজ সাইদাহ প্রাগুক্ত, পৃ. /নাদিরা জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৫

১০. নাদিরা জমিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৯৪

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. /মিখাঈল নুআয়মা প্রাগুক্ত, পৃ.

১২. Suheil Badi & paul Gotch, প্রাগুক্ত, পৃ.

১৩. জওরাজ সাইদাহ, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৭

১৪. নাদিরা জমিলা সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৯

১৫. Suheil Badi & paul Gotch, প্রাগুক্ত, পৃ.xxi

১৬. নাদিরা জমিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৩

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ.১২২

১৮. Suheil Badi & paul Gotch, প্রাগুক্ত, পৃ.xxii

১৯. ইউসুফ হায়সাম "আলমুফিদ ফিল আদাবিল আরবি" বৈরুত, লেবানন, ১৯৫৩, খণ্ড ২য়/পৃ,৬০৮/ suheil Badi & paul, প্রাগুক্ত, xxii

২০. মিখাঈল নুআয়মা প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৬

২১. প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৬

২২. Suheil Badi & paul Gotch, প্রাগুক্ত, পৃ.xxii

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ.xx

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ.xx

২৫. প্রাগুক্ত পৃ xxl /নাদিরা জমিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩২

২৬. নাদিরা জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯০

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৬-২৯৭

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৫

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৮

৩০. মিখাঈল নুআয়মা , প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪

৩১. নাদিরা জমিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৮

৩২. ড. মনসুর ফাহমী, মাই জিয়াদাহ মা,আ রায়িদাতিন নাহদাতিন-নিসাইয়্যাহ আল হাদিসাহ, কায়রো, ১৯৫৪, পৃ.১৮৭

৩৩. জমিল জবর, *রাসায়িলু জিবরান,* বৈরুত, ১৯৫১, পৃ.৫৭

৩৪. মারুন আববুদ, জুদাদ ওয়া কুদামা, দারুস সাকাফা, বৈরুত, ১৯৮০, পৃ.১৫৮

৩৬. নাদিরা জমিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৫/ জমিল জরব, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৯

৩৭. মিখাঈল নুআয়মা, *আলমাজমুআতুল কামিলা,* দারুল এলমে লিল মালাঈন বৈরুত, লেবানন, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৭, খণ্ড-৩য়/পৃ.১৮৬

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৭

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৭

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৮

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৮

৪২. মিখাঈল নুআয়মা , জিবরান খলিল জিবরান', প্রাগুক্ত, পৃ.১৮১/মহিউদ্দিন রেজা, *বালাগাতুল আরব ফিল্ কারানিল ইশরীন,* বৈরুত মাতবাআতু কাথোলকিয়া, ১৯৬৯, পৃ.৮৩

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩

৪৪. জিবরান খলিল জিবরান, *দামআ ওয়াব তিসামাহ,* মাকতাবাতু·হেলাল, আলফজালা, মিশর ১৯১৪, পৃ.৬১

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯

৪৬. অধ্যাপক অদিয় দেব, *আশশিরুল আরবি ফিল মাহজরীল আমেরিকী,* দারুর রায়হানী লিত্তাবা আ ওয়ান্নাশর, বৈরুত, ১৯৫৫, পৃ.১৪৭

৪৭. মিখাঈল নুআয়মা , আল গিরবাল, কায়রো, ১৯২৩, পৃ.৮৩

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৯২

৪৯. নাদিরা জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ,২৯৮

৫০. জিবরান খলিল জিবরান, *আল মাওয়াকিব* মাকতাবা বৈরুত, ১৯২৯, পৃ.১৭২

৫১. আবদুস সাত্তার, *আধুনিক আরবী সাহিত্য,* মুক্তধারা স্বাধীন বাংলাসাহিত্য পরিষদ ঢাকা বাংলাদেশ প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩, পৃ.৫২/ Ismat Mahdi, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৪,/ Suheil Badi, প্রাগুক্ত, পৃ.xx

৫২. জিবরান খলিল জিবরান, *The prophet,* মিখাঈল নুআয়মা কর্তৃক আরবিতে অনুদিত মাকতাবা বৈরুত, লেবানন, ১৯৩৮, পৃ.১১-১৪

৫৩. জিবরান খলিল জিবরান, *আল মাওয়াকিব,* প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৭

৫৪. প্রাগুক্ত, (জিবরান মাওয়াকিব) পৃ.২৪৬

৫৫. প্রাগুক্ত, (জিবরান মাওয়াকিব) পৃ.২৭৪

৫৬. জিবরান খলিল জিবরান, *আল মাজমুআতুল কামিলা,* মাকতাবা বৈরুত ১৯৫৩, ৩য় খণ্ড, পৃ.১২৮

৫৭. জিবরান খলিল জিবরান, *আলবাদায়ে আত তারায়িব,* মাকতাবা বৈরুত ১৯২৯, পৃ.২০২

৫৮. মিখাঈল নুআয়মা, *গিরবাল,* প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৮

৫৯. নাদিরা জমিল সিরাজ প্রাগুক্ত পৃ.১৯৮

৫৬. জিবরান খলিল জিবরান, *আল মাজমুআতুল কামিলা,* মাকতাবা বৈরুত ১৯৫৩, ৩য় খণ্ড, পৃ.১২৮

৫৭. জিবরান খলিল জিবরান, *আলবাদায়ে আত তারায়িব,* মাকতাবা বৈরুত ১৯২৯, পৃ.২০২

৫৮. মিখাঈল নুআয়মা, *গিরবাল,* প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৮

৫৯. নাদিরা জমিল সিরাজ প্রাগুক্ত পৃ.১৯৮

৬০. ড: জওরজ সাওয়াবা, *আল ইসলাম,* সাময়িকী নিউইয়র্ক, ১৯২৮, পৃ.৭৫;/ M.M. Badawi, *Modern Arabic Literature,* Cambridge Univrersity press-1992, p.271-277

৬১. H. A. R Gibb, *Studies in Contemporary Arabic,* London, 1928, p.152/S. Morch, *Modern Arabic poetry,* 1800-1970 Leidon, The Netherlands. 1976-p.83

৬২. Tahir Khamiri & Dr. Mampffmeyer, L*eaders in Contemporary* Arabic Literature, Labanon, 1930, p.86./ Salma Khadra joyyusi, *Modern Arabic poetry,* Columbia University press Newyork, 1987, p.72-73

৬৩. জিবরান খলিল জিবরান, *আল মাজমুআতুল কামিলা* ,প্রাগুক্ত, পৃ.২৮২

৬৪. জিবরান খলিল জিবরান, *আলবাদায়ে আত তারায়িব,* প্রাগুক্ত, পৃ.২০৩

৬৫. নাদিরা জামিল সিরাজ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৫

৬৬. মিখাঈল নুআয়মা, *জিবরান খলিল জিবরান,* প্রাগুক্ত, পৃ.১৭২

৬৭. নাদিরা জমিল সিরাজ প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৬

৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৬

৬৯. জিবরান খলিল জিবরান, আল আর ওয়াহুল মুতামারিরাদাহ, মাকতাবা বৈরুত, লেবানন, ১৯০৬, ভূমিকা, পৃ.৭

৭০. আনতুন আততাস করম, *মহাদারাত ফি জিবরান মা আহাদ আল দিরাসা আল আরবিয়্যা,* কায়রো, ১৯৬৪, পৃ.১০৮

৭১. নাদিরা জমিল সিরাজ প্রাগুক্ত, পৃ.২৯৪

৭২. "আলমুহাজীর, আরবি সাময়িকী আমীন গবরীব এর সম্পাদনায় নিউইয়র্ক থেকে ১৯০৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৭৩. জিবরান খলিল জিবরান, *ভূমিকা দাম আ ওয়াবতিসামাহ,* প্রাগুক্ত, পৃ.৩

৭৪. মিখাঈল নুআয়মা, জিবরান খলিল জিবরান, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৮

৭৫. জিবরান খলিল জিবরান, আল মাওয়াকিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৩

৭৭. জিবরান খলিল জিবরান, *আল আওয়াসিফ,* মাকতাবা বৈরুত লেবানন ১৯৩৮ পৃ.৫০-৫২

৭৮. *The prophet* এর ভূমিকার সারাংশ

৭৯. জিবরান খলিল জিবরান, *The prophet, মিখাঈল* নুআয়মা কর্তৃক আরবিতে অনুদিত প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৮